দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 SEP 1987
পৃষ্ঠা ৫ 5

125

# শিক্ষাঙ্গন

## শিক্ষা ও গ্রামোন্নয়ন

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাকে অবহেলিত রেখে জাতির উন্নয়নের কল্পনা অসম্ভব। এ লক্ষ্যে গ্রামীণ মানুষের পরিকল্পনাভিত্তিক শিক্ষাদান অপরিহার্য।

গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশের শতকরা ৯১.২ ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে এবং কৃষিই এর কেন্দ্র বিন্দু। তাই, দেশের উন্নতি বলতে গ্রাম বাংলার উন্নতিকেই বুঝায়। অন্য কথায় সমস্ত শরীরকে বাদ দিয়ে মুখে রক্ত সঞ্চার হলেই যেমন তাকে স্বাস্থ্য বলা চলে না ঠিক তেমনি দেশের মোট আয়তনের সিংহভাগ গ্রামাঞ্চলকে বাদ দিয়ে শুধু গুটিকয়েক শহুরে জনপদের চাকচিক্য ও উন্নতির মাধ্যমে একটা দেশকে উন্নত বলা চলে না। তাই, গ্রাম ও কৃষির অনুন্নতিই এ দেশের অনগ্রসরতার মূল কারণ। আর এ অনগ্রসরতা দূরীকরণে হাজারো সমস্যার মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শিক্ষা সমস্যা সমাধানে জরুরী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন নিরক্ষর কৃষিজীবী। সেখানে বিদ্যালয় বয়সী শিশুদের শতকরা ৫৬ জন মাত্র ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হয় এবং শতকরা ৮০ জন পঞ্চম শ্রেণী পাস করে আগেই শিক্ষাঙ্গন থেকে ঝরে পড়ে। ফলে, গ্রামীণ স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীই উচ্চ শিক্ষার দ্বার পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়। শহরের ক্ষেত্রে এ চিত্র ভিন্ন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, গ্রামীণ বিত্তহীন ও ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরা বংশপরম্পরা বিদ্যালয় বহির্ভূত থেকে যায় এবং যারা কোনরকমে ভর্তি হতে পারে তারা আবার বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজ করছে নিষ্ঠুর বৈষম্য। শহুরে শিক্ষিত ও বিত্তবানদের জন্য রয়েছে উন্নত পদ্ধতির পড়াশুনা, যেমনঃ কিণ্ডার গার্টেন, রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ, ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি। ফলে, বিত্তবান শহুরের ছেলেরা মেধাতালিকার অগ্রভাগে স্থান নেয়। অপরদিকে, গ্রামীণ দরিদ্র ঘরের সন্তানদের ভাগ্যে তা জোটে না। গ্রামীণ শিক্ষার পরিবেশ বিধ্বস্ত ও অনুন্নত। শহরের মুষ্টিমেয় উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদে সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। উপযুক্ত শিক্ষাকরণ ও শিক্ষার পরিবেশের অভাবে শিক্ষার্থীর মানসিক উৎকর্ষতা ঘটে না। ফলে, প্রকৃত শিক্ষা তাদের ভাগ্যে জোটে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সৌজন্যে উন্মোচিত কল্যাণের দ্বার গ্রামীণ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর কাছে হয়ে উঠে ভোগের অযোগ্য। আর এ অজ্ঞতার কারণেই ক্ষুধা, দরিদ্র ও রোগের নিকট তারা হয়ে পড়েছে অসহায়। তাদের ঘর-বাড়ীর জীর্ণতা, দারিদ্র্যের নীরব সাক্ষী।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, নিরক্ষরতাই গ্রামীণ দারিদ্র্যকে ব্যাপকতর করতে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। তাই, নিরক্ষরতার বলয় থেকে তাদের মুক্তি দিতে পারলেই আত্মপ্রত্যয় ও কর্মপ্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষকদের ভাগোন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হবে।

শিক্ষার সাথে কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য চাই আত্ম সচেতনতা ও স্বাবলম্বী হবার মানসিকতা। নিরক্ষরতা গ্রামীণ মানুষকে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। তাই গ্রামোন্নয়নও পশ্চাতপদ হচ্ছে। কারণ, গ্রামবাসী তাদের অবস্থার প্রেক্ষিতে কতটুকু গ্রহণ করতে সক্ষম, কতটা গ্রহণ করার মানসিকতাসম্পন্ন তা সক্রিয় বিবেচনায় না রেখে শত পথ দেখালেও তা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই, দেশের ৮০% ভাগ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা বিবেচনা করা যাবে না। সর্বশেষ বলা যায়, শিক্ষা যেখানে শিক্ষার্থীর দেহ-মনের সকল ক্ষমতাকে বিকশিত করে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, মননশীলতা, নৈপুণ্য, মূল্যবোধ ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী দান করে সে ক্ষেত্রে গ্রামীণ মানুষের পশ্চাতপদতা তাকে করে তোলে অথর্ব। সামর্থ ও প্রবণতানুসারে তার সম্মুখে জীবনের সাফল্যের দ্বার রুদ্ধ হয়ে আসে। তাই, জাতীয় কল্যাণ তথা গ্রামোন্নয়নকে নিশ্চিত করতে হলে গ্রামের মানুষের পরিকল্পনা ভিত্তিক নিরক্ষরতার থেকে মুক্ত করতেই হবে। অন্যথায়, জাতীয় উন্নয়ন সুদূর পরাহত। আর যে শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের ৮০ ভাগ জনগোষ্ঠীকে পশ্চাতপদ করে রাখে তা কখনো কাম্য হতে পারে না।

মোঃ আবদুস সাত্তার